দীপাবলী

খোন্দকার মাহফুজুল হক



CamScanner

উহারা

খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
আরজুমান্দ বানু এলিজা
আর্টিস্ট
তথ্য অধিদফতর,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মূল্য : ১৩০/- (একশত ত্রিশ) টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন : ৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১, ৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০১

বিক্রয় কেন্দ্র
১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৯৫৭৪৫৯০

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

UHARA, by: Khondokar Mahfuzul Hoque, Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125, Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price : 130.00 US$ 6.00

ISBN : 978-984-8000-05-2

CamScanner

খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক একজন সমসাময়িক লেখক। নিজস্ব লেখার ধারা অনুসরণ করে লিখে যাচ্ছেন। তার লেখায় নিজস্ব চিন্তার ছাপ বিদ্যমান। লেখার শুরু থেকে আমি তার লেখার একজন পাঠক। পূর্বে প্রকাশিত প্রতিটি লেখা আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে।

'উহারা' বইতে সাইকোলজিক্যাল বিষয় সাহিত্যের মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফুটে উঠতে দেখেছি। আশা করছি বিষয়টি পাঠকের কাছে নান্দনিক হয়ে ধরা দেবে।

তার লেখার ধারা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যাবে। বইটিও পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। এ কামনা করছি।

ড. মোঃ আবুদ্দারদা
সহযোগি অধ্যাপক (পরিসংখ্যান)
ন্যাচারাল সাইন্স অ্যাকাডেমিক গ্রুপ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

CamScanner

প্রকাশক কথন

কথাসাহিত্যের জগতে এগিয়ে চলছেন খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক। একদিন বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে তার লেখায়, এ আশা করছি।

লেখকের নিজস্ব চিন্তা ও এ সময়ের সমাজচিত্রের ছাপ রয়েছে লেখাগুলোতে। সমালোচকদের চেয়ে পাঠকদের হাতে সাহিত্য তুলে দেয়ার চেষ্টা লেখকের মধ্যে দেখা যায়।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ নবীন প্রবীণের মিলনমেলা। লেখকরা এখানে আসেন তাদের কথার ডালি নিয়ে। সে ডালি সমৃদ্ধ করে সাহিত্যের ভুবনকে। বুক সোসাইটি সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ কাজ করে যাচ্ছে ।

জীবন নাটকের নাটকীয় কিছু আনন্দময় চিত্র লেখাগুলোতে পাঠক পাবেন। সে চাহিদা পূরণ হলেই আমরা নিজেদের সার্থক ভাববো।

(এস.এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

CamScanner

উহারা!

কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!

অতি আশ্চর্য আমার চিন্তাকে এলোমেলো করে দিচ্ছে। মাথার মধ্যে সাধু ভাষার ব্যবহার হচ্ছে।

এই যে, তোমরা কি সত্যই আসিয়াছ? এত দিন পরে আমি কি তোমাদের সত্যই দেখিতেছি?

প্রশ্নগুলো আমি মনে মনে করলাম। করেই নিজের বোকামি বুঝতে পারলাম। ড্রেসিং গ্লাসে কেউ নেই। শুধু আমার প্রতিবিম্ব। নিজের প্রতিবিম্বের সাথে শুধু শুধু মনে মনে কথা বলা আমার সাজে না। আমি ড্রেসিং মিরর থেকে সরে এলাম।

নিচে গাড়ি অপেক্ষা করছে। ছাদে অপেক্ষা করছে হেলিকপ্টার। গাড়িতে যাওয়ার প্ল্যান বাদ দিলাম। লিফট সিলেক্ট করলাম। লিফট ওপরে উঠতে লাগল।

টপ ফ্লোরে এসে লিফট থামল। দরজা খুলছে। আমি নামব।

কি আশ্চর্য! এরা এখানে! লিফটের দরজা আগলে তারা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সরিয়ে নামব কি ভাবে বুঝতে পারছি না। হেলিম্যান হেলি চালু করে দিয়েছে আমাকে দেখে। সিকিউরিটি ম্যান এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি লিফট থেকে নামতে পারছি না।

তারা দু'জন লিফটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নিচের দিকে দিয়ে। মনে হচ্ছে কোন ইচ্ছাকৃত অপরাধ তারা করছে। আমি ইচ্ছে করলে তাদের শাস্তি দিতে পারি।

আমি কি করব। আমার কি করা উচিত। বুঝতে পারছি না। সিকিউরিটি ম্যান এগিয়ে এসে চিন্তিত মুখে জানতে চাইল ; অ্যানি প্রব্লেম স্যার।

CamScanner

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম; নো, থ্যাংকস্।

হেলিতে যাওয়ার ডিসিশন ক্যানসেল করলাম। লিফটের গ্রাউন্ড সুইসে হাত রাখলাম। লিফট ছুটছে গ্রাউন্ডের দিকে।

অফিসে পৌঁছলাম। ত্রিশ মিনিট লেট। ছোট্ট এ জীবনে এটা শেষ কবে হয়েছিল তা আমি মনে করতে পারছি না।

কফিতে চুমুক দিলাম। সামনে একটা ফাইল। চোখ ফাইলের পাতায়। এক পাতা ওল্টাচ্ছি। তাতে চোখ বোলাচ্ছি।

একটা স্বপ্ন দেখছি। ছোট্ট একটা দ্বীপ। আয়তন একশত বর্গ কিলোমিটার। গলফ সাগরে। অ্যামিরাত গভর্মেন্ট থেকে লিজ নিয়ে পর্যটন স্পট করার চিন্তা আমার মাথায় ঘুরছে। অ্যারাবিয়ান শেখদের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছে কানাডা ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্ডিয়ান ও চাইনিজ পার্টি। এদের ফাঁক দিয়ে এটা বাগিয়ে নিতে হবে আমাকে।

এ দ্বীপটার একটা নাম মনে মনে আমি ঠিক করে ফেলেছি। বাংলাদেশি নাম। তরুলতা। বাংলা, আরবি, ইংরেজিসহ পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষায় এর নাম হবে তরুলতা। নামটার কোনো অনুবাদ অর্থ হবে না। যে করবে তার জন্য আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ নামটার জন্য আমি অনেক কিছু করতে পারি।

দ্বীপটাকে নিয়ে আমার একটা স্বপ্ন আছে। এটাকে প্রস্তুত করব বাংলাদেশের মানচিত্রের আদলে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার উল্লেখযোগ্য স্থাপনার মিনি সংস্করণ থাকবে এখানে। থাকবে হাওর, বাঁওড়, বিল, নদী, পাহাড়, সমতল ভূমি।

পৃথিবীর সব পর্যটক তা দেখবে। তাদের আশ্চর্য দৃষ্টি যা দেখবে তা হলো আমার জন্মস্থান। দীর্ঘ একুশ বছর আমি সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার ব্যস্ততা আমাকে সুযোগ করে দেয়নি সেখানে যাওয়ার।

ফাইল থেকে চোখ তুললাম। আমার সামনে বসে আছে এ প্রকল্পের ইনচার্জ। আমি তার দিকে তাকালাম না। একটা পত্রিকা হাতে তুলে নিলাম। তাতে চোখ রেখে বললাম; হায়েস্ট রেট থেকে টেন মিলিয়ন

CamScanner

ডলার বেশি রেট দেবেন।

ইয়েস স্যার। কিন্তু .....।

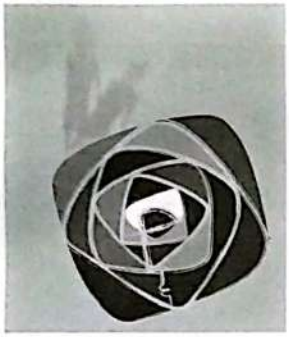
কথা শেষ করুন।

ওয়ান মিলিয়ন বেশি দিলেই তো হয়। টেন মিলিয়ন দেয়ার কি প্রয়োজন আছে?

আপনি পেপার সাবমিট করে দিন। পরে এটা নিয়ে কথা হবে।

ইয়েস স্যার।

আমি আবার স্বপ্নজগতে ঢুকলাম। গলফ এরিয়ায় একটা বাংলাদেশ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।



ল্যাপটপের স্ক্রিন অফ হয়ে গেল।

বিরক্তিতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠল। আমি আমার প্ল্যানটা শেষ করে উঠব ভাবছিলাম।

সুইস আবার অন করলাম। তখনই আমার কানে এলো হাসির শব্দ। আমি চমকে উঠলাম।

রুমে আমি একা। রুমটা সাউন্ডপ্রুফ। এটা আমার পার্সোনাল স্টাডি রুম। এখানে কারো ঢোকা সহজ বিষয় নয়। স্ট্রং সিকিউরিটি সিস্টেম রয়েছে।

আমি হাসির উৎসের দিকে তাকালাম। তাকিয়ে আরেকবার চমকে উঠলাম।

কি আশ্চর্য! এখানেও এরা! কি আশ্চর্য!

আমি ল্যাপটপের পাওয়ার অফ করে দিলাম। স্টাডি রুমের বুকসেলফের দিকে এগোলাম। বুক নেমে চোখ বোলাচ্ছি। আমার সংগ্রহশালা একেবারে

CamScanner

ক্ষুদ্র নয়।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি নামে একটা বই টেনে নিলাম। কিছু সময় চোখ বোলালাম। পাতা ওল্টাতে লাগলাম। কিছু সময় পর রেখে দিলাম। আগামী দিনের রুটিন ওয়ার্ক হাতে নিলাম।

সাউথ আফ্রিকায় আমার প্রোগ্রাম। লিকুউড গোল্ডের একটা প্রজেক্ট রয়েছে সেখানে। সেখানকার এরিয়া ম্যানেজার রিসিভ করবে আমাকে।

স্টাডি রুম থেকে বের হয়ে এলাম। স্লিপিং রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে কী যেন মনে করে পেছন ফিরলাম। ফিরেই আশ্চর্য হলাম। এখনো আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি। মাথা নিচু করে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

সেলুলার ইয়েস করে আমি কথা বলা শুরু করলাম। ও প্রান্তে মেসবাহ। এরিয়া ম্যানেজার। সাউথ আফ্রিকান জোন।

আমি : মেসবাহ, কালকের প্রোগ্রামটা ক্যানসেল।

ও প্রান্ত : ইয়েস স্যার।

আমি : প্রজেক্টে বাংলাদেশি ওয়ার্কার এখন কত?

ও প্রান্ত : সিক্সটি পার্সেন্ট।

আমি : আর প্রয়োজন আছে?

ও প্রান্ত : আরো ফাইভ পার্সেন্ট হলে ভালো হয়।

আমি : এ ফাইভ পার্সেন্ট পিওর বাংলাদেশি নেবে?

ও প্রান্ত : লোকাল গভর্নমেন্ট সমস্যা করতে পারে। তার চেয়ে ...

আমি : সমস্যা নিরসনইন তো তোমার কাজ, নাকি?

ও প্রান্ত : ইয়েস স্যার।

আমি : জীবনের এ অংশে আমি কোনো সমস্যা শুনতে চাই না।

ও প্রান্ত : ইয়েস স্যার।

আমি : জীবনের একটা অংশে আমি প্রচুর মানুষের সমস্যা শুনেছি। কিন্তু কোনো সমাধান দিতে পারিনি। তুমি কি বলতে পারবে কেন?

ও প্রান্ত : চুপ।

CamScanner

আমি : তখন আমি ছিলাম গলা সমান সমস্যায় নিমজ্জিত। অন্যের সমস্যা শোনা ছাড়া কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না।

ও প্রান্ত : চুপ।

আমি : সবাই তাদের সমস্যাগুলো আমাকে বলত। আমি শুধু শুনতাম। অন্যেরগুলো শুনতে শুনতে নিজেরগুলো কাউকে বলতে পারতাম না।

ওপ্রান্ত : জি স্যার। আমি কিছুটা জানি। আমার সমস্যাও স্যার আপনি শুনেছিলেন।

আমি : হ্যাঁ। কিন্তু তখন আমার কিছুই করার ক্ষমতা ছিলো না। একটা প্রতিষ্ঠানে খন্ডকালীন শিক্ষক ছিলাম ঐ প্রতিষ্ঠানের ঝাড়ুদারের চেয়েও কম বেতনে ।

ওপ্রান্ত : কিন্তু তাই বলে আপনি আমার সমস্যার কথা ভোলেননি। যখন সুযোগ এলো আমাকে টেনে নিলেন। এ ভাবে আপনার অজান্তেও অনেককে আপনি টেনে নিয়েছেন। কিন্তু নিজকে বদলাননি। অনেকের ঘর তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু নিজে ঘর বাঁধেন নি। জীবনটাকে ....।

আমি : আর শুনতে চাচ্ছি না।

ও প্রান্ত : আপনি তো কোনোদিনই শুনতে চাননি।

আমি : তা হলে কথা তাই থাকল। ফাইভ পার্সেন্টও সেখান থেকে ইন করবে।

ও প্রান্ত : জি স্যার।

আমি : তোমার ছেলেটার কি খবর?

ওপ্রান্ত : ভালো আছে স্যার।

আমি : রাখি তা হলে।

ও প্রান্ত : আস্‌সালামু আলাইকুম স্যার।

আমি : ওয়ালাইকুম সালাম।

সেলুলার রেখে আমি ওয়াশ রুমের দরজার নবে হাত রাখলাম।

CamScanner